

২০ অক্টোবর থেকে ভারত কিউয়ি মুক্ত বাণিজ্য চালু

নয়াদিগ্লি: ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ আগামী ২০ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। ২৭ এপ্রিল নয়াদিগ্লির ভারত মণ্ডপমে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নিউজিল্যান্ডের সংসদ গত ১৬ সেপ্টেম্বর চুক্তি অনুমোদন করার পর দুই দেশ এর কার্যকরের তারিখ ঘোষণা করেছে।

চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রথম দিন থেকেই নিউজিল্যান্ডে ভারতের ১০০ শতাংশ পণ্য রফতানি শুদ্ধমুক্ত হবে। বস্ত্র ও পোশাক, চামড়া ও জুতো, রত্ন ও গয়না, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যশিল্প এর ফলে সুবিধা পাবে। পাশাপাশি কাঠের গুঁড়ি, কোকিং কয়লা ও ধাতব স্ক্র্যাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালও শুদ্ধমুক্ত আমদানির সুবিধা পাবে ভারতীয় শিল্প।

ভারতের কৃষকদের স্বার্থে দুগ্ধজাত পণ্য, অধিকাংশ প্রাণিজ মাংস, গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য, চিনি ও ভোজ্য তেলকে শুদ্ধজাতির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের আপেল, কিউই ফল ও মানুষের মধুর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানির জন্য শুদ্ধহার নির্ধারণ, ন্যূনতম আমদানি মূল্য ও মরশুমি আমদানি-সীমার মতো ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

চুক্তিতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি উৎপাদনশীলতা

দ্বিতীয় পাতায়

জল জীবন মিশনে জোর

নয়াদিগ্লি: গ্রামীণ পানীয় জল পরিষেবার দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে দক্ষ স্থানীয় কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার উপর জোর দিল কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন দফতর। জল জীবন মিশন ২.০-র অধীনে দক্ষ কর্মী তৈরির রূপরেখা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে প্রথম জাতীয় ভার্চুয়াল সম্মেলনে ‘নল জল মিত্র’ এবং মহিলাদের নেতৃত্বাধীন ‘সুজলম শক্তি’ উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১-২ সেপ্টেম্বর আয়োজিত দফতরীয় শীর্ষ সম্মেলনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এই বৈঠক হয়। এতে রাজ্য জল ও স্যানিটেশন মিশন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর, রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশন, গ্রামোন্নয়ন দফতর, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষা দফতর এবং দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন দফতরের সচিব অশোক কে কে মীনা বলেন, জল জীবন মিশনের দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য কেবল পরিকাঠামো নির্মাণের উপর নির্ভর করে না। গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নজরদারির জন্য প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদও প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই গ্রামে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পানীয় জল পরিষেবা বজায় রাখতে একটি সুসংগঠিত পেশাদার কর্মীব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ‘নল জল মিত্র’ প্রকল্পের আওতায় গ্রামস্তরে বহুমুখী দক্ষতাসম্পন্ন কারিগর তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন দফতর, দক্ষতা উন্নয়ন ও

উদ্যোগ মন্ত্রক এবং এনসিভিইটির সহযোগিতায় তৈরি এই যোগ্যতা জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাম্প, পাইপলাইন, জল পরিশোধন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর নিয়মিত পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রাথমিক মেরামতির দায়িত্ব পালনের জন্য এই কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণের জন্য দুটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নতুনদের জন্য ৫১০ ঘণ্টার স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং ইতিমধ্যে গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থায় কাজ করা অপারেটর, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান, পাম্প অ্যাটেন্ডেন্ট-সহ কর্মীদের জন্য ১২০ ঘণ্টার পূর্বদক্ষতার স্বীকৃতি বা আরপিএল ব্যবস্থা থাকবে। স্থানীয় যুবকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে গ্রামের প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী গ্রামেই পাওয়া যায় এবং একইসঙ্গে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

গ্রামীণ জল পরিষেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে আগামী দিনে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, আগামী বছরগুলিতে গ্রামীণ জল সরবরাহ পরিকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৩ লক্ষেরও বেশি কর্মীর প্রয়োজন হতে পারে। এর মধ্যে অপারেটর, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান, পাম্প

পরীক্ষাগারকর্মী, সুপারভাইজার এবং জলমান সংক্রান্ত কর্মীরা থাকবেন। অন্যদিকে, ‘সুজলম শক্তি’ উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামস্তরে জলমান পরীক্ষা ও নজরদারিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরের ‘জলমান পরীক্ষা ও জীবাণুমুক্তকরণের প্রাথমিক ধারণা’ সংক্রান্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

জল নমুনা সংগ্রহ, ফিল্ড টেস্ট কিট ব্যবহার, প্রাথমিক ক্লোরিন প্রয়োগ, জীবাণুমুক্তকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিদর্শন, জল উৎসের সুরক্ষা, নথি সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল তথ্য নথিভুক্ত করার মতো বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্কের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রায় ১.৩৫ থেকে ১.৭০ লক্ষ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জল জীবন মিশনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই জলমান পরীক্ষার কাজে যুক্ত মহিলা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রতিনিধিদের অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে।

জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত শিক্ষাকেও যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ

ডিপ্লোমা ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াদেদের জন্য ‘জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে একটি পৃথক ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম তৈরির অগ্রগতি তুলে ধরেছে। আইআইটি কানপুর ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণে ইন্টারনেট অব থিংস, টেলিমেট্রি, স্কাডা, জিআইএস, পূর্বাভাসভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেশিন লার্নিং এবং তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার মতো প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।

রাজ্যগুলিকে জেলা-ভিত্তিক মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। জল পরিশোধন কেন্দ্র, পাম্পিং স্টেশন, জল পরিবহণ ব্যবস্থা, জলাধার, সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং জলমান পরীক্ষাগারের বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই হিসাব করার কথা বলা হয়েছে। রাজ্যগুলিকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ‘নল জল মিত্র’ কোর্স গ্রহণ অথবা নিজস্ব কোর্স তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ এবং জল জীবন মিশন ২.০-র নির্দেশিকা অনুযায়ী মানবসম্পদ নীতি তৈরিও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে ওড়িশা স্থানীয় মেকানিক, ‘নল জল মিত্র’ এবং জলমান নজরদারিতে যুক্ত মহিলাদের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। তেলঙ্গানা, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবও নিজেদের কর্মী পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে।

কেন্দ্রের মতে, জল জীবন মিশন ২.০-র পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য কেবল জল সরবরাহের পরিকাঠামো তৈরি করা নয়, সেই পরিষেবাকে দীর্ঘমেয়াদে সচল রাখা। প্রশিক্ষিত, প্রত্যয়িত এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কর্মীবাহিনী তৈরি হবে।



জাল সিম নিয়ে সতর্কতা

বেআইনি ব্যবহারে ৩ বছরের জেল ও জরিমানা

নয়াদিগ্লি: নাগরিকের অজান্তে পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বেআইনিভাবে সিম সক্রিয় করা, টেলিযোগাযোগের পরিচয়চিহ্নের অপব্যবহার এবং মোবাইলের আইএমইআই নম্বরে কারচুপির বিরুদ্ধে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ দফতর। টেলিযোগাযোগ আইন, ২০২৩ অনুযায়ী এই ধরনের অপরাধে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সাম্প্রতিক সাইবার অপরাধের তদন্তে ছত্তীসগড়ে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীর এক পয়েন্ট অব সেল এজেন্টের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অজান্তে তাঁদের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ২৫টি মোবাইল সংযোগ সক্রিয় করার অভিযোগ সামনে এসেছে। এরপর টেলিযোগাযোগ দফতর এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদানকারী ওই এজেন্টকে কালো তালিকাভুক্ত করে। ফলে ভবিষ্যতে তার মাধ্যমে আর কোনও মোবাইল সংযোগ চালু করা সম্ভব হবে না। ওই ২৫টি সংযোগকে টেলিযোগাযোগ দফতরের ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মে পরীক্ষা করা হয়। সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত সংযোগগুলির পুনরায় যাচাই করা হয় এবং যাচাইয়ে ব্যর্থ নম্বরগুলি পরবর্তী সময়ে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ দফতর জানিয়েছে, নিজের নামে নেওয়া সিম অন্যের হাতে তুলে দেওয়া, বিক্রি করা বা ব্যবহারের জন্য দেওয়া থেকেও নাগরিকদের বিরত থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট সিম কোনও বেআইনি কাজে ব্যবহৃত হলে

মূল গ্রাহকের বিরুদ্ধেও আইনি দায় তৈরি হতে পারে। নিজের নামে কতগুলি মোবাইল নম্বর চালু রয়েছে, তা নিয়মিত যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই কাজে সঞ্চার সাথী পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে। প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে নিজের নামে চালু থাকা সব মোবাইল নম্বর দেখা যায় এবং প্রয়োজন নেই বা নিজের নয়— এমন সংযোগ শনাক্ত করে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা যায়।

টেলিযোগাযোগ দফতর জানিয়েছে, পরিবর্তিত বা কারচুপি করা আইএমইআই নম্বর-সহ মডেম, মডিউল, সিম বক্স বা অন্য কোনও যন্ত্র ব্যবহার, সংগ্রহ বা তৈরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। জাল নথি, প্রতারণা বা অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে সিম নেওয়াও নিষিদ্ধ।

একইভাবে, সিম ভাড়া দেওয়া, অন্যের হাতে তুলে দেওয়া বা সাইবার প্রতারণা কিংবা অন্য কোনও বেআইনি কাজে ব্যবহারের জন্য নিজের নামে সিম সংগ্রহ করা থেকেও নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

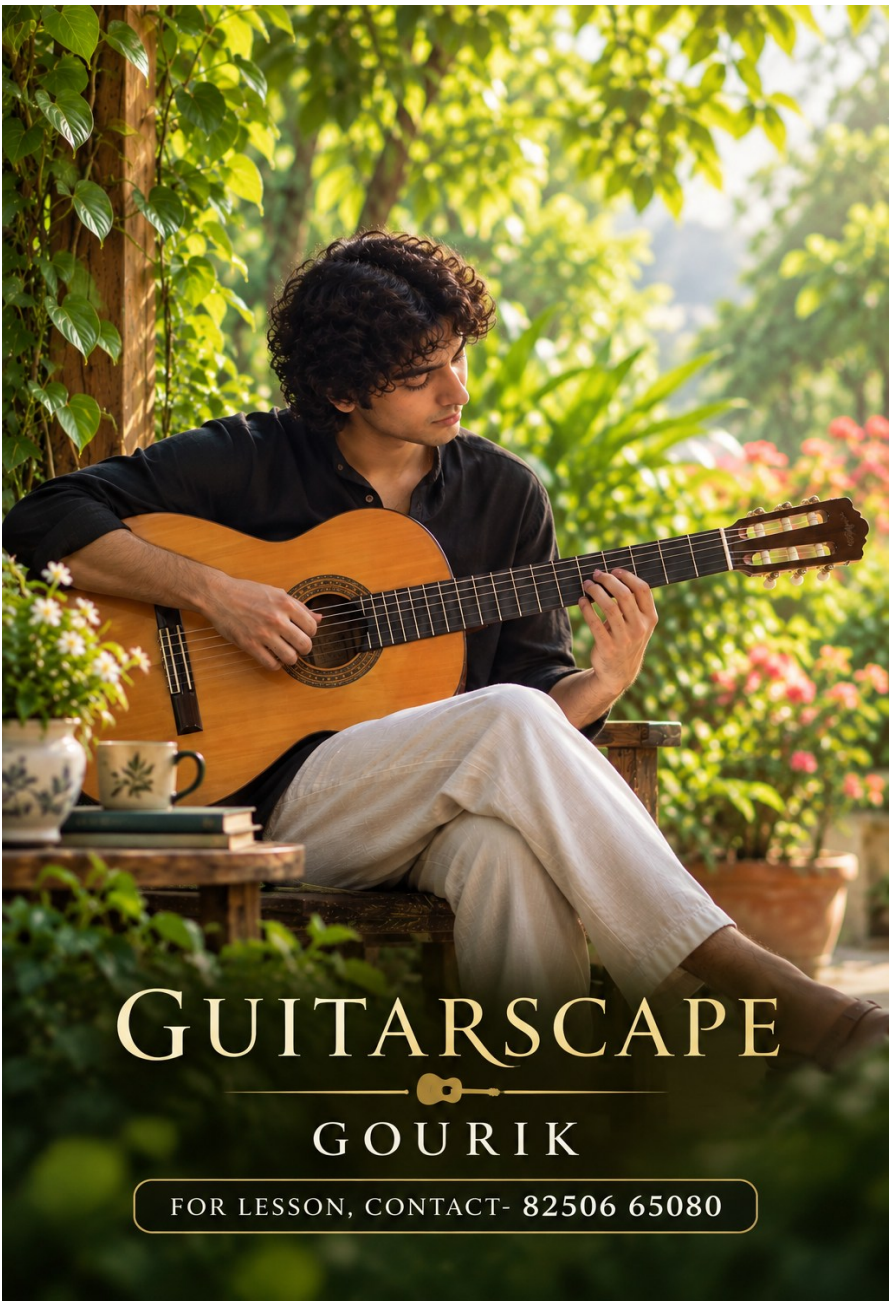
কলিং লাইন আইডেন্টিটি বা অন্যান্য টেলিযোগাযোগ পরিচয়চিহ্ন পরিবর্তনের জন্য মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট বা অন্য কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করাও আইনবিরুদ্ধ। কারচুপি করা আইএমইআই নম্বরের যন্ত্র ব্যবহার কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে সিম সংগ্রহের ক্ষেত্রেও গুরুতর আইনি পরিণতি হতে পারে।

সঞ্চার সাথী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে

মোবাইল হ্যান্ডসেটের আইএমইআই-ও যাচাই করা যায়। ‘চেক জেনুইনেস অব ইয়োর মোবাইল হ্যান্ডসেট’ পরিষেবায় ফোনের ব্র্যান্ড, মডেল এবং নির্মাতার তথ্য যাচাই করা সম্ভব। দ্রুত মোবাইল সংযোগ ও ডিজিটাল পরিষেবার বিস্তারের সঙ্গে সিম এবং টেলিযোগাযোগের বিভিন্ন পরিচয়চিহ্নের অপব্যবহার সাইবার অপরাধ ও নেটওয়ার্ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদ্বেগ তৈরি করেছে। নাগরিকদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি নিজেদের নামে সক্রিয় মোবাইল সংযোগ ও ব্যবহৃত হ্যান্ডসেট নিয়মিত যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছে টেলিযোগাযোগ দফতর।

এশিয়ান গেম

নয়াদিগ্লি: এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ শুটিংয়ে সাফল্য পেল ভারত। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দলগত বিভাগে রুপো জিতেছেন রুদ্রাঙ্ক বালাসাহেব পাটিল, হিমাংশু ধিম্বো এবং পার্থ রাকেশ মানে। একইসঙ্গে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন রুদ্রাঙ্ক। ভারতীয় শুটারদের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি রুদ্রাঙ্ক, হিমাংশু ও পার্থের দলগত পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে বলেন, তাঁদের মনঃসংযোগ, ধারাবাহিকতা দেশকে গর্বিত করেছে।



GUITARSCAPE
GOURIK

FOR LESSON, CONTACT- 82506 65080



সম্পাদকীয়

বাজ্যের নিজস্ব উপগ্রহ—শুনতে যতটা উচ্চাভিলাষী, তার বাস্তব তাৎপর্য তার চেয়েও গভীর। অসমের প্রস্তাবিত ‘অসমস্যাটি’ তাই কেবল মহাকাশে একটি উপগ্রহ পাঠানোর প্রকল্প নয়। এর সার্থকতা নির্ভর করবে মহাকাশ থেকে পাওয়া তথ্য কতটা কার্যকরভাবে মাটির মানুষের জীবন, প্রশাসনের কাজ এবং উন্নয়নের পরিকল্পনায় পৌঁছে দেওয়া যায় তার উপর। অসমের ভৌগোলিক বাস্তবতাই এই উদ্যোগের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। একদিকে ব্রহ্মপুত্র ও তার অসংখ্য উপনদী, অন্যদিকে প্রতিবছরের বন্যা ও নদীভাঙন। রয়েছে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস, বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল এবং দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত। এমন একটি রাজ্যে ভূমি ও পরিবেশের পরিবর্তনকে নিয়মিত নজরে রাখা, দ্রুত পরিস্থিতি বোঝা এবং সেই অনুযায়ী প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গাতেই উপগ্রহ-নির্ভর ভূ-পর্যবেক্ষণ নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে পারে। বন্যার জন্য কোন দিকে এগোচ্ছে, কোন এলাকায় নদীভাঙন বাড়ছে, কোথায় ভূমিধসের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে, কোন অঞ্চলে ফসলের অবস্থা কেমন—এই সব তথ্য উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করা সম্ভব। সেই তথ্য যদি দ্রুত বিশ্লেষণ করে জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা, কৃষি দফতর কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে বিপর্যয়ের আগে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ অনেকটাই বাড়বে। অর্থাৎ উপগ্রহ তখন আকাশে ঘুরতে থাকা কোনও দূরবর্তী যন্ত্র থাকবে না; হয়ে উঠবে মাটির প্রশাসনের একটি কার্যকর হাতিয়ার। তবে এখানেই অসমস্যাটির আসল চ্যালেঞ্জ। একটি উপগ্রহ তৈরি বা উৎক্ষেপণ করলেই কাজ শেষ হয় না। তার থেকে পাওয়া বিপুল তথ্যকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য

প্রয়োজন শক্তিশালী তথ্য-পরিকাঠামো, দক্ষ মানবসম্পদ এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের মধ্যে সমন্বয়। ভূ-স্থানিক প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যন্ত্রশিক্ষা, ড্রোন এবং অন্যান্য প্রযুক্তিকে উপগ্রহের তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে তার কার্যকারিতা আরও বাড়বে। তখন একই তথ্য থেকে কৃষি, পরিবেশ, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পরিকাঠামো পরিকল্পনার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবহারিক সমাধান তৈরি করা সম্ভব। অসমস্যাটির আর একটি তাৎপর্য শিক্ষাক্ষেত্রে। মহাকাশ প্রযুক্তিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তবে এই প্রকল্প একটি উপগ্রহের গণ্ডি পেরিয়ে স্থানীয় বিজ্ঞান-পরিবেশ তৈরির মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের উপগ্রহ নির্মাণ, তথ্য বিশ্লেষণ, ভূ-স্থানিক প্রযুক্তি এবং মহাকাশবিজ্ঞানের নানা কাজে যুক্ত করা গেলে অসম থেকেই তৈরি হতে পারে নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ। উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য যার দীর্ঘমেয়াদি মূল্য কোনও একটি প্রকল্পের সাফল্যের মাপকাঠির চেয়েও বড়। তবে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবতার ভারসাম্যও জরুরি। উপগ্রহ তৈরি, উৎক্ষেপণ এবং পরিচালনা ব্যয়সাপেক্ষ। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল দীর্ঘমেয়াদে সেই ব্যবস্থাকে সচল রাখা এবং সংগৃহীত তথ্যকে নিয়মিত কাজে লাগানো। তাই প্রকল্পের সাফল্য বিচার করার মাপকাঠি হওয়া উচিত ‘নিজস্ব উপগ্রহ’ থাকার গৌরব নয়; বরং সেই উপগ্রহের তথ্য কতটা মানুষের কাজে লাগছে। অসমে বন্যা এলে যদি উপগ্রহের তথ্য আগে থেকেই বিপন্ন এলাকা চিহ্নিত করতে পারে, কৃষক যদি ফসলের পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পান, নদীভাঙনের প্রবণতা যদি আগেভাগে বোঝা যায়, কিংবা কোনও দুর্যোগের পরে ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত হিসাব তৈরি করা যায়—তবেই অসমস্যাটি তার প্রকৃত সার্থকতা অর্জন করবে।

প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগতির মহাসড়কের নতুন নকশা

নয়াদিহ্লি: এক্সপ্রেসওয়ে ছাড়া অন্যান্য প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগতির জাতীয় মহাসড়কের পরিকল্পনা ও নকশার জন্য নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা এনএইচএআই। নতুন নির্দেশিকার লক্ষ্য হল প্রকল্পের নকশায় একরূপতা আনা, সড়ক নিরাপত্তা বাড়ানো এবং দ্রুতগতির করিডরগুলিতে যান চলাচল আরও নির্বিঘ্ন করা। নির্দেশিকাটি ভবিষ্যতে নির্মিত চার ও ছয় লেনের গ্রিনফিল্ড এবং ব্রাউনফিল্ড প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগতির জাতীয় মহাসড়কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন বা ডিপিআর তৈরির ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তা মান অনুসরণের জন্য এই কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৪৭ সালের মধ্যে ৫০,০০০ কিলোমিটার প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগতির করিডর তৈরি করা লক্ষ্য রয়েছে। এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের খরচ কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ে ছাড়া প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগতির জাতীয় মহাসড়কের পরিকল্পনা ও নকশার জন্য পৃথক অভিন্ন মানদণ্ড ছিল না। ফলে বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদনে নকশা ও প্রযুক্তিগত মানের পার্থক্য দেখা যেত। নতুন নির্দেশিকায় সেই ব্যবধান দূর করার জন্য একগুচ্ছ অভিন্ন প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। যান চলাচলের পরিমাণের ভিত্তিতে মহাসড়কের লেন ও কাঠামোর বিন্যাস নির্ধারণ করা হবে। এনএইচএআই জানিয়েছে, ১৫,০০০ পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে চার লেনের মহাসড়ক ও চার লেনের কাঠামো তৈরি করা হবে; যার প্রস্থ হবে ৬০ মিটার। ১৫,০০০ থেকে ২৫,০০০ যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে চার লেনের মহাসড়ক ও ছয় লেনের কাঠামো তৈরি করা হবে; প্রস্থে ৭০ মিটার পর্যন্ত বিন্যস্ত থাকবে। ২৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ যানবাহন: ছয় লেনের মহাসড়ক ও ছয় লেনের কাঠামো প্রস্তুত করবে এনএইচএআই যা প্রস্থে ৭০ মিটার প্রসারিত

থাকবে। দ্রুতগতির যান চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাড়াতে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার স্থান সম্পর্কে আগাম নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এর ফলে চালকেরা আগে থেকেই আসন্ন প্রবেশপথ বা বহির্গমনপথ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, রাজ্য সড়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রধান সড়কের সঙ্গে সংযোগস্থলে র‍্যাম্প-সহ ইন্টারচেঞ্জ তৈরি করা হবে। একইভাবে বন্দর, বিমানবন্দর, বহুমুখী পরিবহণ ও পণ্য সংরক্ষণ পার্ক, শিল্পাঞ্চল এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রের মতো বেশি যান চলাচল সৃষ্টি করে এমন গন্তব্যের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তাতেও প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্টারচেঞ্জ রাখা হবে। দ্রুতগতির করিডরে অনুমোদিত প্রবেশ, দখলদারি এবং পথঅষ্ট গবাদি পশুর প্রবেশ রুখতে করিডরের বাইরের প্রান্ত বরাবর ১ মিটার উচ্চতার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কথাও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। এনএইচএআই-এর মতে, নতুন নির্দেশিকা প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মহাসড়কের পরিকল্পনা ও নকশায় অভিন্নতা আনার পাশাপাশি নিরাপদ, নির্বিঘ্ন এবং ভবিষ্যৎ-উপযোগী জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্ক তৈরিতে সহায়তা করবে।

ট্যাক্স রক্ষাচুক্তি

নয়াদিহ্লি: টি-৭২ ও টি-৯০ ট্যাক্সের জন্য ৫৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সহায়ক বিদ্যুৎ ইউনিট বা এপিইউ কিনতে অ্যাকিউরেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোলস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ২১ সেপ্টেম্বর নয়াদিহ্লিতে প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিংয়ের উপস্থিতিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ট্যাক্সের ফায়ার কন্ট্রোল ব্যবস্থা, ফায়ারিং সার্কিট, সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের বিকল্প উৎস হিসেবে কাজ করে এপিইউ। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই এপিইউ ভারতীয় সেনার মেকানাইজড ফর্মেশনগুলির কার্যক্ষম প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী করবে বলে প্রতিরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে।

পাহাড় দখল হুথিদের

ইয়েমেন: ইয়েমেনে কৌশলগত পাহাড়ি এলাকা দখলের লক্ষ্যে সোমবার নতুন করে অগ্রসর হয়েছে হুথি যোদ্ধারা। সৌদি-সমর্থিত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন দক্ষিণাঞ্চল থেকে লোহিত সাগর উপকূলকে বিচ্ছিন্ন করাই তাদের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন ইয়েমেনের পাঁচ সামরিক সূত্র। এর মধ্যেই নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, রবিবার হুথিদের বিরুদ্ধে মার্কিন বিমান হামলার প্রস্তুতি নেওয়া হলেও শেষ মুহূর্তে হামলা বন্ধ করে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে রয়টার্স এই দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। ইরান-সমর্থিত হুথিদের চলতি মাসের দ্রুত অগ্রযাত্রায় মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত ইয়েমেনের নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগ বেড়েছে। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমনের পক্ষ থেকে ইয়েমেনে হুথিদের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও ওয়াশিংটন এখনও সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেয়নি। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি ক্রাউন প্রিন্সের নতুন করে অনুরোধের পর রবিবার হুথিদের বিরুদ্ধে বিমান হামলার প্রস্তুতি নিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। এমনকি হামলার জন্য বিমানে বোমা তোলার কাজও শুরু হয়েছিল। পরে শেষ মুহূর্তে হামলার নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয় বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। রয়টার্সের পক্ষ থেকে এই তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এ বিষয়ে প্রশ্ন হোয়াইট হাউসের কাছে পাঠিয়েছে। হোয়াইট হাউসও রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধের তাৎক্ষণিক জবাব দেয়নি। রবিবার ইয়েমেনের সৌদি-সমর্থিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের প্রেসিডেন্ট রশিদ আল-আলিমি ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলে মার্কিন সামরিক সহায়তা চেয়েছেন বলে চারটি সূত্র জানিয়েছে। এর মধ্যে ইয়েমেনি ও

পশ্চিমী—দুই সূত্রের দাবি, ওই ফোনালাপে ট্রাম্প সরাসরি সামরিক সহায়তার কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। এদিকে শনিবার প্রথমবারের মতো সৌদি রাজধানী রিয়াদেও হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। শহরের বিমানবন্দরের কাছে বিশ্বেগরণের শব্দ শোনা যায় এবং ধোঁয়া দেখা যায়। হুথিরা দাবি করেছে, তারা সৌদি রাজধানী লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। হুথিরা ২০১৪ সাল থেকে ইয়েমেনের রাজধানী সানা নিয়ন্ত্রণ করছে। চলতি মাসে তাদের বাহিনী লোহিত সাগরের উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। এর ফলে সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনীকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে। হুথিদের দাবি, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে সৌদি আরব তাদের পাহাড়ি ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে শত শত হামলা চালিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসাবে, নতুন করে সংঘাত তীব্র হওয়ার পর প্রায় ৭০০ জন নিহত এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। ইয়েমেনের অভ্যন্তরে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। পাশাপাশি ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ নৌকায় লোহিত সাগর পেরিয়ে আফ্রিকায় আশ্রয় নিয়েছেন। ইয়েমেনের পাঁচ সামরিক সূত্র জানিয়েছে, হুথিরা এখন তাইজ ও লাহিজ প্রদেশের মধ্যবর্তী কাহবুব পর্বতমালার কৌশলগত উচ্চভূমি দখলের চেষ্টা করছে। এই পাহাড়ি এলাকা লোহিত সাগরের উপকূল এবং দক্ষিণে সরকারি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলকে পৃথক করে রেখেছে। তাইজ প্রদেশের প্রত্যন্ত আল-ওয়াজিয়া এলাকা এবং লোহিত সাগরের মুখে বাব-এল-মন্দেব প্রণালির কাছাকাছি রাস আল-আরাকে ঘিরে লড়াই চলছে। ইয়েমেনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহম্মদ আল-কাদির মতে, বাব-এল-মন্দেব এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর সরকারি বাহিনী মূলত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাপক বিমান

হামলার মধ্যেও হুথিরা তাদের অগ্রযাত্রার গতি ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কাহবুবের পাহাড়গুলি হুথিদের সাম্প্রতিক দখল করা এলাকা তারা ধরে রাখতে পারবে কি না, অথবা সরকারি বাহিনী পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থান ধরে রাখতে পারবে কি না—তা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই সংঘাতের প্রভাব পড়ছে সৌদি আরবের তেল রফতানিতেও। লোহিত সাগরের উপকূল বরাবর সৌদি আরবের তেল পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প পথগুলির একটি হুথিদের অগ্রযাত্রার ফলে ঝুঁকির মুখে পড়েছে। হরমুজ প্রণালি এড়িয়ে তেল রফতানির ক্ষেত্রে এই পথটি সৌদি আরবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরিস্থিতির মধ্যে সৌদি আরব হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে তেল পরিবহণ বাড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন ঝুঁকি নিয়ে কয়েকটি ট্যাঙ্কার সেখানে বারবার যাতায়াত করছে। বাণিজ্যিক সূত্রগুলির দাবি, এই পরিবহণের জন্য রেকর্ড পরিমাণ খরচ দিতে হচ্ছে। পরে ভারত মহাসাগরে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে তেল স্থানান্তর করে এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের ক্রেতাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। বাণিজ্যিক সূত্রের হিসাবে, সৌদি আরব চলতি মাসে এবং আগামী মাসে মিলিয়ে প্রায় ৬ কোটি ব্যারেল তেল বিক্রি করেছে, যা হরমুজ প্রণালির অপর প্রান্তে ওমানের কাছে জাহাজে তোলা হবে। উপগ্রহ-ভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে হরমুজ প্রণালি দিয়ে সৌদি তেল পরিবহণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দৈনিক প্রায় ২৯ লক্ষ ব্যারেলে। আগস্টে এই পরিমাণ ছিল দৈনিক প্রায় ৭ লক্ষ ব্যারেল। তেল সরবরাহে এই পরিবর্তন বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে কিছুটা চাপ কমিয়েছে। গত সপ্তাহে ব্যারেলপ্রতি প্রায় ১১০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ফের ১০০ ডলারের কাছাকাছি নেমেছে।

২০ অক্টোবর থেকে ভারত

প্রথম পাতার বাকি অংশ
অংশীদারি গঠনের কথাও রয়েছে। ফলচাষ, ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, সরবরাহ ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৌমাছি পালনের মতো ক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের জন্য বিশেষ উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতে ২০০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। কৃষি, উৎপাদন, পরিকাঠামো ও নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ আসতে পারে বলে কেন্দ্র জানিয়েছে। পরিষেবা ক্ষেত্রেও ভারতীয় সংস্থা ও পেশাজীবীদের জন্য নিউজিল্যান্ডের বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়বে। প্রায় ১১৮টি ক্ষেত্রে বাজারে প্রবেশের সুযোগ এবং প্রায় ১৩৯টি উপক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। দক্ষ ভারতীয়দের জন্য বছরে ৫,০০০টি অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রবেশ ভিসা এবং তরুণদের জন্য ১,০০০টি কর্মভিত্তিক ভ্রমণ ভিসা রাখার ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ে স্নাতকদের পড়াশোনা-পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত এবং ডক্টরাল গবেষকদের চার বছর পর্যন্ত কাজের অধিকার দেওয়ার কথা চুক্তিতে রয়েছে। ভারতের ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম রফতানিকারীরাও সুবিধা পাবেন। মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন, ইউরোপীয় ওষুধ সংস্থা, ব্রিটেনের ওষুধ ও স্বাস্থ্যপণ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং কানাডার স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিদর্শন অনুমোদন গ্রহণ করবে নিউজিল্যান্ড। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত-নিউজিল্যান্ড পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১০ কোটি মার্কিন ডলার। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিষেবা এবং কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে দুই দেশ।

মূল শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার

নয়াদিহ্লি: দেশের আটটি মূল শিল্পক্ষেত্রের সম্মিলিত উৎপাদনভিত্তিক সূচক আগস্ট ২০২৬-এ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৮ শতাংশ বেড়েছে। জুলাইয়ে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে মূল শিল্পের সামগ্রিক বৃদ্ধি হয়েছে ৪.৩ শতাংশ, যেখানে আগের বছরের একই সময়ে বৃদ্ধির হার ছিল ২.৪ শতাংশ। আগস্টে মূল শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে সিমেন্ট উৎপাদনে—১২.৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ১১.৬ শতাংশ এবং লৌহ আকরিকের উৎপাদন বেড়েছে ৫.৫ শতাংশ। ইস্পাত উৎপাদনে ৩.৪ শতাংশ এবং শোষণাগারজাত পণ্যে ২.৬ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে মূল শিল্পের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সিমেন্ট, বিদ্যুৎ এবং লৌহ আকরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অন্যদিকে, আগস্টে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, অপরিশোধিত তেল এবং সার উৎপাদনে বার্ষিক ভিত্তিতে পতন হয়েছে। এর মধ্যে

সারের উৎপাদন কমেছে ১২.৪ শতাংশ, কয়লা ৩.৮ শতাংশ, প্রাকৃতিক গ্যাস ৪.৯ শতাংশ এবং অপরিশোধিত তেল ৩.৬ শতাংশ। এপ্রিল-আগস্ট সময়ে ছবিটি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন। এই পাঁচ মাসে সিমেন্ট উৎপাদন ১০.৩ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯.৬ শতাংশ বেড়েছে। লৌহ আকরিক উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছে ২১.৮ শতাংশ এবং ইস্পাতে ৪.১ শতাংশ। অন্যদিকে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, অপরিশোধিত তেল, শোষণাগারজাত পণ্য এবং সারের উৎপাদনে এই সময়ে বার্ষিক ভিত্তিতে পতন হয়েছে। জুলাই ২০২৬-এর চূড়ান্ত সূচকও সংশোধন করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে জুলাইয়ের মূল শিল্প সূচক ১২১.২ ধরা হয়েছিল, যা সংশোধিত হয়ে ১২০.৮ হয়েছে। সেই অনুযায়ী জুলাইয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারও ৫.৪ শতাংশ থেকে সংশোধন করে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। আগস্টের পরিসংখ্যান এখনও প্রাথমিক বা প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশিত হয়নি। ফলে পরবর্তী সময়ে বার্ষিক ভিত্তিতে পতন হয়েছে। এর মধ্যে



খাদ্যতদন্ত...